সংবাদ

তারিখ ০৩ FEB 2014 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পদোন্নতি নীতিমালা ১৫ বছর ধরে হিমাগারে

- এটি দুর্ভাগ্যজনক : স্বাচিপ ও বিএমএ নেতা
- খোঁজ নিয়ে দেখব : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৫ বছরেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। কবে হবে তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। নীতিমালা না হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। কাজে দেখা দিয়েছে স্থবিরতা। অভিযোগ রয়েছে, পদোন্নতি নীতিমালা না থাকায় যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে তখন সেই সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট লোকজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সালে জাতির পিতার নামে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ডা. এমএ কাদেরী পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়ন করেন। পদোন্নতির বিষয়ে একটি আদেশও জারি করেন। সে আদেশে দুই বছর চাকরি করার পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সেকশন অফিসারসহ অন্যান্য পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অটো প্রমোশন হওয়ার একটি বিধানও ছিল। পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে আদেশ আর কার্যকর হয়নি। বরং দলীয় বিবেচনা ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। তবে বিএনপি সরকার সময়মতো ক্ষমতা ছাড়ার পর গত ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই (বিএনপি) আমলে নিয়োগ প্রাপ্তদের কোন পদোন্নতি পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পদোন্নতি : নীতিমালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। অভিযোগ তারা বিএনপি আমলে চাকরি পেয়েছে। পদোন্নতি নীতিমালা না হওয়ায় মহাজোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যেও হতাশা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে ২-৩ জন চাকরি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। এরপর আবার চলছে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ। এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে (প্রকৌশল শাখা) অন্য বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এই নিয়ে খোদ সরকার সমর্থিত স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার ও কর্মকর্তাদের মধ্যেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও দীর্ঘদিন ধরে নীতিমালার ভিত্তিতে পদোন্নতির দাবি জানিয়ে আসছেন কর্মকর্তারা। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এই নীতিমালা মহাজোট সরকারের আমলে আবার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অনুমোদনের জন্য প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে জমা দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি আলোর মুখ দেখেনি। পদোন্নতির নীতিমালা ফাইল এখন পর্যন্ত হিমাগারে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, পদোন্নতি বঞ্চিতদের মধ্যে অনেকেই বংশগত আওয়ামী লীগ ছাড়াও মহাজোট সমর্থিত অন্য সংগঠন ও বাম সংগঠনের পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। সম্প্রতি তাদের এই ক্ষোভের বিষয়টি জানতে পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে পদোন্নতি নীতিমালা বিষয়ে আলোচনা হয়। ওই সভায় আবার নতুন করে পদোন্নতি নীতিমালা রিভিউ কমিটি গঠনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। সূত্র জানায়, আগামী সিন্ডিকেট সভায় রিভিউ কমিটি এই বিষয় নিয়ে তাদের পর্যালোচনা উত্থাপন করার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অভিযোগ করেন বিভিন্ন সরকারের সময় পদোন্নতি নীতিমালা কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। ফলে ৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। তবে কনসালটেন্ট, সহকারী-সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি বিএনপি আমলে হয়েছে। এই আমলে একই কায়দায় চলছে। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও স্বাচিপ নেতা অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপন জানান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুতেই নীতিমালা ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা সেই নীতিমালা মানেনি। প্রক্টর আরও জানান, ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে একটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির নীতিমালা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। সম্প্রতি সিন্ডিকেটের এক সভায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নতুন করে রিভিউ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখনও নীতিমালা হয়নি।

চিকিৎসকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ সাবেক মহাসচিব ও বর্তমান ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, পদোন্নতি বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্তদের জন্য যত দ্রুত সম্ভব দলমত নির্বিশেষে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি খোঁজ-খবর নিবেন। এ ব্যাপারে বিএমএ ও স্বাচিপ মহাসচিব প্রফেসর ডা. [illegible] বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৫ বছরেও নিয়োগ [illegible] দুর্ভাগ্যজনক।

তবে এ ব্যাপারে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে সিন্ডিকেটে একবার আলোচনা হয়েছে। নিয়োগ বিধিসহ বিভিন্ন বিষয় পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।